দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 16 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

আরও ১ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে

এম এইচ রবিন ●

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই– সেসব গ্রামে সরকারি উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। এবার এমন আরও এক হাজার গ্রামে নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়, হাওর, চর ও উপকূলীয় অঞ্চলের বিদ্যালয়বিহীন গ্রামের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি ডিটেইল প্রজেক্ট প্ল্যান (ডিপিপি) তৈরি করে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। ১২শ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি শিগগিরই অনুমোদনের আশা করছেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা।

এ প্রসঙ্গে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মো. গিয়াসউদ্দিন আহমেদ আমাদের সময়কে জানান, ২০১০ সালে নেওয়া 'বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্প আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় ধাপে আরও এক হাজার গ্রামে স্কুল নির্মাণের জন্য ডিপিপি তৈরি করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। তবে কমিশন থেকে স্কুলের নাম নির্ধারণ করে প্রস্তাব পাঠাতে বলেছে। এ নিয়ে আমরা কাজ করছি। আশা করছি দ্রুত প্রকল্পটি অনুমোদন হবে। কেননা দেশের সব বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে স্কুল নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশের প্রায় ২১শ গ্রামে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। পাহাড়, হাওর, চর ও উপকূলীয় এলাকায় এর সংখ্যা বেশি। চার থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেও কোনো স্কুল নেই। যে কারণে এসব দুর্গম এলাকার শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে প্রাথমিক স্কুল নির্মাণের নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

আরও ১ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে ২০১০ সালের জুন মাসে 'বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৫০০ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৯০৫ কোটি ৭৪ লাখ ৯৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ডিপিইর তত্ত্বাবধানে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)। এরই মধ্যে প্রকল্পের এক হাজার ৪৯৫টি স্কুল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এর সুফল পাচ্ছে ওইসব এলাকার শিক্ষার্থীরা। তবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মামলার কারণে পাঁচটি স্কুল নির্মাণ কাজ আটকে আছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমান সরকার রেজিস্টার্ড স্কুল জাতীয়করণ করে। আর বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন স্কুল নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

বেসরকারি উদ্যোগে আর প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনা করা হবে না বলে ২০১৩ সালের ৯ জুন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দেন। চাহিদার ভিত্তিতে সরকারি উদ্যোগে নির্মিত হবে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে দুটি মানদণ্ডকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে– যেসব গ্রামে দুই হাজারের বেশি জনসংখ্যা এবং গ্রামের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই– এমন গ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্কুল নির্মাণের স্থান নির্বাচনে নদী ভাঙনকবলিত এলাকা বর্জন ও শিশুদের যাতায়াত সুবিধাও বিবেচনা করা হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বন্যার সময় স্কুল পানিতে তলিয়ে না যায় এমন এলাকাকে। এ প্রসঙ্গ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বিদ্যালয়ের চাহিদা নির্ভর করে জনসংখ্যার ওপর। আগের চেয়ে জনসংখ্যা এবং ঘনত্ব নিশ্চয়ই এখন বেশি। সেই হিসেবে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এখন আরও বেশিই হবে। তিনি বলেন, বিদ্যায়বিহীন গ্রামে কমপক্ষে একটি বিদ্যালয় নির্মাণ করবে সরকার। কেননা বিদ্যালয় জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর এখন আর বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ নেই। এই দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।দেশের প্রাথমিক স্কুলের চিত্র তুলে ধরতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর উদ্যোগে ২০০৮ সালে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী কুমিল্লা জেলায় এক হাজার ১৭৩ গ্রামে, মানিকগঞ্জে ৫৪৮, টাঙ্গাইলে ৫২৮, দিনাজপুরে ৩৩৬, রংপুরে ২৩৭, জয়পুরহাটে ৩২৬, সিরাজগঞ্জে ৩৫৬, পাবনায় ৩৬৮, সাতক্ষীরায় ৩৩৫ ও নেত্রকোনা জেলায় ৮৭৯টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
স্বাক্ষর